দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 JAN 1996
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ...

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি সংকট

রাজধানীর বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডার গার্টেনগুলোয় ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কোন কোন স্কুল ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার কাজটাও সম্পন্ন করে ফেলেছে। সরকারি স্কুলগুলোতে উপর থেকে নির্দেশ না আসায় এখনও ভর্তির ফরম বিতরণ শুরু হয়নি। প্রতিবারের মতো এবারও রাজধানীর নামীদামী স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের অস্বাভাবিক ভিড় লক্ষ করা যাচ্ছে। 'ভালো' কোন স্কুলে ছেলেমেয়েদের সঁপে দিতে অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার সীমা নেই। আসল পরীক্ষা যেন তাদেরই।

রাজধানীতে লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে ওঠায় কেবল যে রাস্তায় যানজট বাড়ছে তাই নয়, যেখানেই প্রতিযোগিতা করে কিছু একটা পাবার প্রশ্ন আসছে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে লম্বা লাইন। প্রতিবছর যে হারে বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী ছাত্রছাত্রী বাড়ছে সে হারে বিদ্যালয় বা আসনসংখ্যা বাড়ছে না। তারচেয়ে বড় কথা, মানসম্মত এবং 'আকর্ষণীয়' স্কুলের সংখ্যা এই শহরে সত্যিই কম। এক সময় রাজধানীর সরকারি স্কুলগুলোর বেশ সুনাম ছিল। অধিকাংশ সরকারি স্কুলই সে সুনাম ধরে রাখতে পারেনি। গোটাকতক বেসরকারি স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেন তাদের 'পারফরম্যান্স' দেখিয়ে বাজার দখল করে বসেছে। সেগুলোর দিকেই এখন সবার নজর। অভিভাবকরা তাদের বাচ্চাদের যথাসম্ভব সকল 'ভালো' স্কুলেই ভর্তি পরীক্ষা দিতে পাঠান। শিশু ও কিশোররা এতটা চাপ সহ্য করতে পারছে কিনা সে প্রশ্ন তোলারও ফুরসত যেন নেই। অভিভাবকরা সন্তানদের উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য তাদের যে কোন মূল্যে নামী-দামী স্কুলে ভর্তি করিয়ে নিশ্চিত হতে চান। বেশ ক'বছর আগে থেকে ডোনেশন দিয়ে এবং প্রভাবশালী লোকদের তদ্বিরের জোরে ভর্তি করানোর যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, সেটাও এ প্রেক্ষাপটে বহাল রয়েছে। পত্রপত্রিকায় দুষ্ট এ প্রবণতার ওপর প্রতিবছরই বিস্তর লেখালেখি হয়। কিন্তু কোন ফল হয় না।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য সরকার নানারকম পদক্ষেপ ও কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোকে সেসব কর্মসূচীর বাইরে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু বারবারই যে প্রশ্নটি ওঠাতে হয় তা হল, রাজধানীর বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানের এত পার্থক্য কেন। স্কুলগুলোতে শিক্ষার মান ও পরিবেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কোন ভূমিকা চোখে পড়ে না। স্কুল কমিটিগুলোও পড়াশোনার মান উন্নয়নের চেয়ে অন্যান্য ব্যাপারেই যেন বেশি আগ্রহী।

এই প্রেক্ষাপটে আরও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া যতটা প্রয়োজন, ততটাই প্রয়োজন ভালো স্কুলের প্রতিষ্ঠা। বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মান উন্নয়নে সহযোগিতা দেয়া সরকারের দায়িত্ব। সরকারি স্কুলগুলোরও দৈন্যদশা দূর করে সেগুলোর মান উন্নয়ন জরুরী। এলাকাভিত্তিক স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবিও উঠেছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ৯০টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে বাছাই করা কিছুসংখ্যক সরকারি বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডার গার্টেনে শিক্ষার মান উন্নয়নের কাজে অচিরেই হাত দেয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।